

## বিশ্ববানিজ্য নিয়ন্ত্রনে চীন

কুদ্দুস খান

মিজ সেতারা হাশেম অথবা তার বন্ধু ট্রেডিশনাল মার্কিষ্টদের থিওরি অনুযায়ী চীনকে এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলা যেতে পারে। চীন তার বাড়তি পুঁজির একাংশ বিদেশে বা চীনের বাইরে লগ্নিপুজি হিসাবে বিনিয়োগ করছে। চীনা নেতারা মনে করছে, দেশে আসা বিদেশী পুজি বা দেশীয় পুজির প্রধান উদ্দেশ্য চীনে চাকুরী তৈরী করা, সেটা যে ভাবেই হোক। এর চেয়ে পুজিবাদ প্রেমিক কথা আর কে বলতে পারে, সে কথাটাই এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে। বিদেশ থেকে দেশে এফ ডি আই আকারে চীনে প্রচুর আমেরিকান পুজি আসছে। সেই বিদেশী পুজি বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন হাজার হাজার চাকুরী সৃষ্টি করছে। আবার সরকারের হাতে ট্যাক্স আকারে বাড়তি পুজিও আসছে। সরকার সেই পুজি দেশের বাইরে নিয়োগ করে দু কড়ি কামিয়ে নিচ্ছে। পুজিবাদী চীনের কর্তারা পার্টির সভায় বলছেন; বিনিয়োগ আকারে চীনের বাইরে পুজি পাঠাতে যেয়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত চাকুরী সৃষ্টি হচ্ছে, আবার চীনের পুজি বাইরে প্রচুর লাভ করছে, এই লভ্যাংশ চীনের ভিতরে বিনিয়োগ করে চীন নতুন চাকুরী সৃষ্টি করছে। চীনা সরকার চীনের বাইরে পুজি বিনিয়োগ করার জন্য বেসকারী কোম্পানীগুলিকেও এখন উৎসাহিত করছে। আমরা জানিনা, সেতারা হাশেম এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা দেবেন। সেতারা হাশেম যদি চীনকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিবেচনা করেন, তা হলে তিনি সবই হারালেন। কমুউনিষ্টদের শেষ ভরসা স্থল চীন, সাম্রাজ্যবাদী বা পুজিবাদী দেশ হিসাবে রূপান্তরিত হলে কমুউনিষ্টদের গর্ব করার মত আর কি থাকল!

**China state administration of foreign exchange (SAFE)** হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে চীনের এফ ডি আই বা বিদেশ থেকে চীনের ভিতরে লগ্নী পুজি বিনিয়োগ করা হয়েছে ৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৪৪ % ভাগ বেশী। এই বিদেশী পুজির বেশীর ভাগ অংশই আমেরিকান বড় বড় করপোরেশনের পুজি। আমেরিকান করপোরেশন চীনে নিজ নিজ কোম্পানীর শাখা খুলেছে এবং নিজেদের পন্য তৈরী করে আমেরিকায় বাজারজাত করছে। অপরপক্ষে, ২০০৫ সালে চীন তার ১২ বিলিয়ন ডলার বাড়তি পুজি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগ ২০০৪ এর তুলনায় ৫২৬ % ভাগ বেশী। এই পুজির বিরাট অংশই চীন লগ্নি হিসাবে বিনিয়োগ করেছে। অর্থাৎ অন্য দেশের ব্যবসায় পার্টনার না হয়ে পুজি ধার দিয়ে লাভ কামাচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা চীনের এই পয়সা বানানোর ধান্দাকে পুজিবাদের প্রথম বিকাশের সময়ের বা দ্বাদশ শতকের ব্রিটিশদের চরিত্রের সহিত তুলনা করছেন।

চীন শুধু মাত্র চাকুরী সৃষ্টি বা লাভের জন্য বিদেশে পুজি বিনিয়োগ করছেন। চীন ভাল করেই বুঝতে পেরেছে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব রাখতে হলে চীনকে তৈল ফিল্ড ও লৌহ শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের নিয়ন্ত্রন করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখেই চীন আমেরিকান তৈল কোম্পানী ইউনিকল ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করেছিল, কিন্তু কংগ্রেসের হস্তক্ষেপের কারণেই শেষ-মেশ চীন ইউনিকল ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকান তৈল কোম্পানী ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে সাথে সাথেই চীন কানাডার তৈল কোম্পানী পেট্রো-কাজাকিস্তান ক্রয় করেছে। চীনের এই চরিত্র কি পুজিবাদী চরিত্র নয়? নাকি এখন ও চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশ ভেবে ঢেকুর তুলার কারণ আছে? জবাবের দায় দায়ীত্ব মিস হাশেম ও মার্কিষ্টদের হাতে রইল।

কমুউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ২০০৬ সালে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেশের বাইরে পুজি নিয়োগের জন্য চীনের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। আর সেকারনেই, ২০০৫ সালের তুলনায় চীন বহির্ বিশ্বে

তার বিনিয়োগ বাড়িয়েছে ২৮০% ভাগ, যা পুজি বিনিয়োগের বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কমুনিষ্ট পার্টি নেতারা শঅটে কে তৈল কোম্পানী ও লৌহ কোম্পানী ক্রয় করার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করে যেতে পারে যে, চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল অধিকারী চীনের কমুনিষ্ট পার্টি। আর এই কমুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত হয় ২৯ জনের একটি কমিটির যৌথ নেতৃত্বে। এই ২৯ জনের মধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্য রয়েছে ৫ জন ও রয়েছে চীনের প্রেসিডেন্ট ও কমুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। ধারণা করা হচ্ছে, চীনের এই শক্তিশালী ২৯ জনের কমিটি আগামী বেশ কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকবেন। কমিটি একটি যৌথ পলিসির মাধ্যমে আরও বেশী করে পুজি বিদেশে নিয়োগ করে জাপানী ষ্টাইলে রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল চীনা অর্থনীতি দাঁড় করার পরিকল্পনা নিয়েছে। চীনের অর্থনীতিবিদরা আশংকা করছেন যে, চীনের অর্থনীতি খুব বেশী দ্রুত অগ্রসর হলে চীনা মুদ্রার মূল্য অল্প সময়েই ডলারের তুলনায় উর্ধগতিতে অবস্থান করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চীন তার রপ্তানী বানিজ্য বাড়ানোর হার আরও বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে ও খুব দ্রুত বিদেশে লগ্নিপুজি নিয়োগের অংক বড় করতে চাচ্ছে। অতএব চীন এক দিকে যেমন এফ ডি আই আকারে বিপুল হারে বিদেশি পুজি গ্রহন করছে, অন্যদিকে এক বিশাল অংকের লগ্নিপুজী বিদেশে রপ্তানী করে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করতে চেষ্টা করছে। এই কাজটিই আমেরিকা করেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পরেই। এখন সেতারা হাশেমই বলুন, আমেরিকার আর চীনের চরিত্রে তফাৎ রইল কোথায়, আর কে কাকে শোষণ করছে?

আমরা জানি আধুনিক পুজিবাদী বিশ্বের ( যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বেহেস্তে গেল ) পররাষ্ট্রনীতি ও পুজিবাদ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে দেশের শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর। যে দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণী যত বেশী শক্তিশালী, সে দেশে পুজিবাদ তত বেশী বিকাশমান। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর দৃষ্টি রেখেই দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। চীনের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন, যা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার সমপরিমাণ। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাহিদার উপর দৃষ্টি রেখেই চীন তার অর্থনীতি রপ্তানীমুখি করে জাপানী ষ্টাইলের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। চীন খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুললে প্রতি ১০ বছর পর পর পুজিবাদী অর্থনীতির ডাউন টার্নের সময়ে দেশে চরম এনার্কির সৃষ্টি হতে পারে। আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ডাউন টার্নের সময়ে রপ্তানী বানিজ্য সব সময়েই সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে ও বিশ্ব বানিজ্য নিয়ন্ত্রনে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখার লক্ষ্যেই চীন বিদেশে চীনা পুজি রপ্তানীর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে শুরু করেছে। চীনের এই নতুন ভূমিকা পুজিবাদী ভূমিকা। আমরা আশা করব, মিস হাশেম বিষয়টির উপর মন্তব্য করবেন।